দৈনিক সংবাদ

১০৪

তারিখ ... 30 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৭ — 2

প্রতারণা ঃ শিক্ষিকা পদে চাকরি দেয়ার নামে নেয়া হচ্ছে ৩৫০ টাকার ড্রাফট

❑ পরিচয় ঃ মক্তব মিশন, বিএমএম নাকি বামমি

।। জসীম চৌধুরী সবুজ ।। চাকরি প্রত্যাশী বেকার মহিলাদের শিক্ষিকা পদে চাকরি দেয়ার নামে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে "বাংলাদেশ মক্তব মিশন" নামে একটি সংস্থা। চাকরির আবেদনপত্রের সাথে ৩০ টাকার পোস্টাল অর্ডার এবং পরে সদস্য ফরম পূরণের জন্য ৩শ' ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট এরা আদায় করছে। গত ৬ মাসে পর্যায়ক্রমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে এভাবে ৫০ লাখ টাকারও বেশি আদায় করার পর সংস্থাটি এবার চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকার ১১/১, অভয় দাস লেন, টিকাটুলির ভাড়া করা একটি অফিসে "বাংলাদেশ মক্তব মিশন" নামে এই সংস্থাটির অফিস। এদের প্যাডে এবং সাইন বোর্ডে সর্বত্র বড় করে লেখা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত" কথাটি। দেশের বিভিন্ন থানায় প্রতিটি ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে দু'জন করে শিক্ষিকা নিয়োগের নামে টাকা আদায়ের যে কৌশল এরা অবলম্বন করেছে তাতে করে এদের সম্পর্কে চাকরি প্রত্যাশী কারো তেমন বেশি সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। সেই কৌশল বুঝে হোক বা না বুঝে হোক তাদের জালে এসে আটকা পড়ছে অনেকেই। প্রতিদিন শত শত রেজিস্ট্রি চিঠি আসছে এদের ঠিকানায়, যার প্রত্যেকটার ভেতরে থাকছে সাড়ে তিনশ' টাকার একেকটা ব্যাংক ড্রাফট। ওয়ারি ডাকঘরে গিয়ে জানা গেল, গত ৬ মাস ধরে 'বাংলাদেশ মক্তব মিশন' নামে এই সংস্থার ঠিকানায় দৈনিক গড়ে ৮০/৯০টি করে রেজিস্ট্রি চিঠি আসছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গত মার্চ মাস থেকে সংস্থাটি একেকটি জেলাকে টার্গেট ধরে সেখানকার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বারের কাছে চিঠি পাঠানো শুরু করে। প্রথমে যে চিঠিটি পাঠানো হয় তাতে সংস্থার নাম পুরোটা লেখা হয় না। লেখা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত B. M. M পরিচালিত "গণশিক্ষা কর্মসূচী"। চিঠিতে কর্মসূচী বাস্তবায়নে দু'জন করে শিক্ষিকা বাছাইয়ে মেম্বারদের সহযোগিতা চেয়ে বলা হয়, সরকার অনুমোদিত B. M. M সংস্থা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে প্রতিটি নাগরিককে আত্মসচেতন করে নিজ নিজ সমস্যাবলী নিজ দায়িত্বে সমাধান করার মত যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য প্রথমেই একজন অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তিকে যেকোন বই-পুস্তক পড়ার মত জ্ঞান দেয়ার পরিকল্পনায় নতুন পদ্ধতিতে 'গণশিক্ষা কর্মসূচী' বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ স্বার্থে শিক্ষার্থীকে দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য স্থানীয়ভাবে যে সকল ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করে নিজ প্রচেষ্টায় আর্থিক উন্নতি লাভ সম্ভব, এমনি ছোটখাট প্রকল্প যেমন ছোটখাট মজা পুকুরে মৎস্য চাষ, যৌথ সঞ্চয়ী প্রকল্প, মৌচাক প্রকল্প, ২/৪টি পশু পালন, ১২/১৪টি করে হাঁস-মুরগির খামার, কুটির শিল্প, প্রতারণা ঃ পৃঃ ৮ কঃ ৬

প্রতারণা ঃ ড্রাফট নেয়া হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাকসবজির বাগান, তাঁত প্রশিক্ষণ ইত্যাদি স্ব স্ব এলাকার আয়ের উৎস মোতাবেক স্থান উপযোগী প্রাথমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে এবং সম্ভাব্য সহযোগিতামূলক পরামর্শের ব্যবস্থা করা হবে। চিঠিতে আরো বলা হয়, প্রাথমিকভাবে নতুন নিয়মে এই "গণশিক্ষা কর্মসূচী" বাস্তবায়নকল্পে জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি যেন দু'জন শিক্ষিকা বাছাই করে সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রার্থীর নিজ দায়িত্বে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। এ পদে যোগ্যতা এসএসসি অথবা দাখিল পাস, বয়স ২০ বছর, মাসিক ভাতা ১ হাজার ২শ' টাকা বলে উল্লেখ করা হয়। আবেদনপত্রের সাথে B. M. M এই নামে ৩০ টাকার পোস্টাল অর্ডার পাঠাতে বলা হয়।

চিঠিটি যখন বিভিন্ন ইউনিয়নের মেম্বারদের কাছে গিয়ে পৌঁছে তারা ধরে নেয় যে এটি হয়তো সরকারি উদ্যোগ। খুশিও হয় এজন্যে যে, সরকার তাদের সুপারিশেই শিক্ষিকা নিয়োগ করবে। যেসব মেম্বরের কাছে এ চিঠি গেছে তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে প্রার্থী বাছাই শুরু করে। অনেক জায়গায় এ নিয়ে সৃষ্টি হয় বিরোধ। কারণ প্রার্থী অনেক, মেম্বার বাছাই করবে কাকে। এ রকম পরিস্থিতিতে বাছাই পর্বে টেকার জন্যেও অনেকে খরচ করে ৫শ' থেকে ১ হাজার পর্যন্ত। আবেদন করেছে এমন অনেকের সাথে আলাপ করে জানা গেল এই তথ্য।

পোস্টাল অর্ডারসহ আবেদনপত্র ঢাকায় সংস্থার অফিসে এসে পৌঁছার পর এরা আবেদনপত্রটির সাথে নতুন দু'টি ফরম যুক্ত করে ডাকযোগে আবার প্রার্থীর ঠিকানায় পাঠায়। দু' টাকার অব্যবহৃত ডাক টিকেট লাগানো খামটিও প্রার্থীর কাছ থেকে নেয়া হয় আবেদনপত্রের সাথে।

ফিরতি ডাকে প্রার্থীকে লেখা ছাপানো চিঠিতে বলা হয়, শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পেতে হলে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ বাঞ্ছনীয়। তাই সাধারণ সদস্য ফি বাবদ ৩শ' ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফটসহ সংযোজিত সাধারণ ফরমটি পূরণ করে অমুক তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠাবেন। তা পাওয়ার পর মাসিক এক হাজার দু'শ' টাকা সম্মানী ভাতায় একটি নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে। এবারে ব্যাংক ড্রাফট করতে বলা হয় "বাংলাদেশ মক্তব মিশন" এই নামে।

চাকরি এমনিতেই সোনার হরিণ। তার ওপর ঘরে বসেই ১ হাজার ২শ' টাকা বেতন পাওয়া যাবে, মন্দ কি-এই ভাবনা থেকেই সংশ্লিষ্ট সকলেই ব্যাংক ড্রাফটসহ কাগজপত্র পাঠানো শুরু করে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও বরিশাল, খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা এবং সর্বশেষ কুমিল্লা, চাঁদপুর ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলা থেকে এ পর্যন্ত এরা এভাবে ৫০ লাখ টাকারও অধিক আদায় করতে সমর্থ হয়েছে। নতুন নতুন জেলাতে তারা এভাবে চিঠি ছাড়ছে।

এই সংস্থাটি সম্পর্কে সরজমিনে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য গতকাল বুধবার টিকাটুলির ১১/১, অভয় দাস লেনে গিয়ে যে ধারণা ও তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এদের পুরো তৎপরতাই সন্দেহজনক মনে হয়েছে। আশপাশে বিভিন্ন দোকানে গিয়ে এদের সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রায় সবাই মুখ টিপে হাসে। অনেকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, লেনদেন যদি না করে থাকেন চলে যান।

অভয় দাস লেনে একটি ভবনের নিচতলায় এদের অফিসে দেখা গেল বাইরের ছোট একটি কক্ষে নতুন কেনা দু'টি চেয়ারে বসে আছে দু'জন লোক। পাশের আরেকটি রুমে লেখা "চেয়ারম্যান", "অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ"। এই প্রতিবেদক নিজের পরিচয় গোপন করে অফিসে বসা লোক দু'টির একজনের সাথে কথা বলে। তার নাম বাহাউদ্দিন তালুকদার বলে তিনি জানালেন। চট্টগ্রামের ঠিকানায় পাঠানো একটি ফরম তাকে দেখিয়ে বললাম, ব্যাংক ড্রাফটসহ এটি পাঠানোর শেষ তারিখ ছিল গত ২১শে সেপ্টেম্বর। প্রার্থী আমার আত্মীয়া হয়। তার অসুবিধার কারণে ঠিক সময়ে তা পাঠাতে পারেনি। এখন কিছু করা যাবে কিনা।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো ফটোকপি এনেছেন, অরিজিনাল ফরম নিয়ে আসলে একটা কিছু করা যেত। বললাম, কোনকিছু করা যাবে না মনে করে তা আনা হয়নি। বললে গিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি। তার জবাব, হ্যাঁ, পাঠাতে বলেন, নিয়োগপত্র তো আমরা দেব আগামী জানুয়ারিতে। তাড়াতাড়ি পাঠাতে বলবেন, অন্য কেউ এসে গেলে তখন সমস্যা হবে।

বললাম সংস্থার চেয়ারম্যানের নামটা কি জানতে পারি।

কেন, নাম দিয়ে কি হবে? না, এমনিতেই জানা আর কি। মওলানা এমএ সুবহান চেয়ারম্যান সাহেবের নাম। উনি কি আসবেন? না, উনি কম আসেন। তাহলে পরিচালক চিঠিতে যিনি সই করেছেন তার নামটা বলবেন কি?

দেখুন, এখানে বেশ ক'জন পরিচালক। সেখান থেকে একজন চেয়ারম্যান হন।

চিঠি দু'টিতে পরিচালকের সই দু'টি দু' রকমের। তা দেখিয়ে বিনয়ের সাথে বললাম, স্বাক্ষরকারী পরিচালক দু'জনের নামটা দয়া করে বলবেন কি?

আপনি এত কিছু জানতে চাচ্ছেন কেন?

বললাম, দেখুন চাকরির ব্যাপার। তাই একটু খোঁজ-খবর নেয়াটা, বলতে পারেন কৌতূহল।

ভদ্রলোকের জবাব, স্বাক্ষর কোন ব্যাপার নয়। এটা চেয়ারম্যান সাহেবও করেন। তিনিই তো মূল পরিচালক।

প্রার্থীদের কাছে যেসব চিঠি পাঠানো হয় তাতে বাংলাদেশ মক্তব মিশনকে সংক্ষেপে B. M. M লেখা হলেও তাদের অফিসের সাইন বোর্ডে লেখা 'বামমি'। অফিস থেকে বিদায় নিয়ে দেখা করলাম ভবনটির মালিক এমএম হকের সাথে। পরিচয় জানিয়ে তার কাছে জানতে চাইলাম সংস্থাটি সম্পর্কে। তিনি বলেন, গত রমজান মাসে তারা আমার বিল্ডিংয়ে ভাড়াটিয়া হিসেবে আসে। তাদের কাজকর্ম দেখে দু'নম্বরী মনে হওয়ায় মৌখিকভাবে বলে দিয়েছি বাড়ি ছেড়ে দিতে। ডিসেম্বরে ছেড়ে দেবে বলে ওরা বলেছে। তার কাছে জানতে চাইলাম মওলানা এমএ সুবহান সম্পর্কে। বললেন, এই নামের কেউ এখানে নেই, এটি বোগাস নাম বলেছে। আমি মক্তব মিশনকে বাড়ি ভাড়া দিইনি। ফিশিং বোট মালিক সমিতির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শামসুল আলম বাড়ি-ভাড়া নিয়েছে। তিনি এখানে মক্তব মিশনের অফিস খুলেছেন।

অফিসের সামনে বিজ্ঞান বিচিত্রা নামে দোকানে বসে আলাপ হলো মালিকের সাথে। নাম বলেননি। তবে বাড়ি বলেছেন কুমিল্লায়। জানালেন, চিঠি পেয়ে রেজিস্ট্রি ডাকে না পাঠিয়ে অনেকে সরাসরি চলে আসে এখানে। আমার কাছে খোঁজ করলে অনেককে বলেছি এদের ফাঁদে না পড়ার জন্য। আমার কুমিল্লার অনেক লোককে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। তাঁর মতে এরা খুব সহসা পালাবে। তার আগেই সরকারের উচিত এদের কর্মকাণ্ডের তদন্ত করে ত্বরিত ব্যবস্থা নেয়া।